বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

নিউজ লেটার

বিশেষ সংখ্যা : জানুয়ারি - জুন ২০১৭

সংযোগ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) নেটওয়্যাক স্থাপনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৫০০ মিটার ও তদুর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, উড়াল সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে টানেল ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সর্বসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের প্রথম দীর্ঘতম সেতু বঙ্গবন্ধু সেতু যমুনা নদীর উপর নির্মিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নির্মিত হয় ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন (মুক্তারপুর) সেতু। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্প - পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে। এ সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ দেশের সার্বিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও এই 'গর্বের সেতু' গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এছাড়া রাজধানী ঢাকায় যানজট নিরসনে উত্তরা হতে যাত্রাবাড়ির কুতুবখালি পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়াল সেতুর নির্মাণের কাজও এগিয়ে চলেছে। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.০৪ কিলোমিটার দীর্ঘ বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণের মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরকে রাজধানী ঢাকাসহ এশিয়ান হাইওয়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। দেশের যোগাযোগ নেটওয়ার্কে পূর্ণতা আনতে নেয়া হচ্ছে নতুন নতুন সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ষান্মাসিক এ প্রকাশনাটি এখন থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে। এতে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কর্মকান্ডের পাশাপাশি এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতিও সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা হবে।

বঙ্গবন্ধু সেতু

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাইলফলক

যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দুটি অঞ্চলকে একীভূত করে সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৯৮ সালের জুন মাসে দেশের সর্ববৃহৎ সড়ক অবকাঠামো বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

দূরন্ত যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে উত্তরবঙ্গের সাথে দেশের পূর্বাঞ্চলের সরাসরি সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঘটেছে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। এ সেতু নির্মাণের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়।

বঙ্গবন্ধু সেতু সংলগ্ন এলাকায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যাল

৪.৮ কি.মি দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য ২৩ জুন ১৯৯৮ তারিখে উন্মুক্ত করা হয়। দেশের দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই সেতু একটি মাইলফলক।

১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছরে বঙ্গবন্ধু সেতু হতে আদায়কৃত মোট টোলের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৮.৭৬ কোটি টাকা। পরবর্তীতে যানবাহন চলাচল বৃদ্ধির কারণে এবং টোল আদায় ব্যবস্থা আধুনিকায়নের ফলে টোলের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বেড়ে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে দাঁড়ায় ৪৮৪.৫৩ কোটি টাকায়। এই টোল বৃদ্ধি সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

মুক্তারপুর সেতু

পরিবহন-যোগাযোগে নতুন অধ্যায়

ধলেশ্বরী নদীর উপর নির্মিত ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতু নির্মাণ কাজ ২০০৫ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় এবং ২০০৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি হতে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ১৫২১ মিটার দীর্ঘ এই সেতু নির্মাণের ফলে মুন্সিগঞ্জ জেলা ও রাজধানী ঢাকার সাথে দ্রুততম সময়ে মানুষ যাতায়াত করতে পারছে। এ ছাড়া মুন্সিগঞ্জ ও আশেপাশের অঞ্চলগুলো থেকে ঢাকা মহানগরীতে কৃষি পণ্য সহজেই পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে। মুক্তারপুর সেতু হতে ২০০৭-২০০৮ থেকে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত টোল আদায় নিচে দেখানো হলো:

৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন-মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু) হতে আহরিত টোলের স্তম্ভলেখ

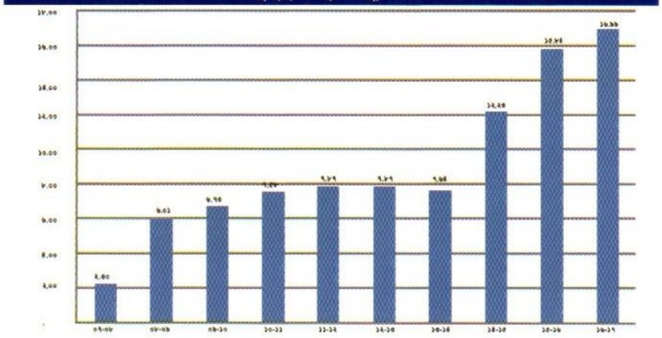

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

দ্রুত বাস্তবায়নের পথে 'গর্বের সেতু'

বর্তমান সরকার মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে প্রমত্তা পদ্মা নদীর উপর পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সেতুটি দক্ষিণ অঞ্চলের ১৯টি জেলার সাথে ঢাকাসহ পূর্বাঞ্চলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন নিশ্চিত করবে এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হলে জিডিপি প্রায় ১.২৩% বৃদ্ধি পাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্ব ও দৃঢ় সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এ দেশের সর্ববৃহৎ অবকাঠামো পদ্মা সেতুর নির্মাণ শুরু হয়েছে এবং জুন ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৪৪%। ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুর প্রধান প্রধান অংশ হচ্ছে: মূল সেতু, নদীশাসন, সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া, ভূমি অধিগ্রহণ ও পুর্নবাসন এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।

পদ্মা বহুমুখী সেতুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট-মূল সেতু। এ কাজের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে China Railway Major Bridge Engineering Group Co. Limited. মূল সেতুর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে পিয়ার ৩৭ ও পিয়ার ৩৮ এর প্রত্যেকটির ৬টি স্টীল পাইলের সংযোগে পাইলক্যাপ করা হয়েছে। যার উপরে কলামের কাজ চলছে। ৪০টি পিয়ারের ২৪০ স্টীল পাইলের মধ্যে Bottom section ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে ৬৫টি, Top section ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে ৪৫টি, Bottom কংক্রিট প্লাগ সম্পন্ন হয়েছে ২৪টি, বেইস গ্রাউটিং সম্পন্ন হয়েছে ২৪টি এবং কমপ্লিটেড পাইল হয়েছে ১৮টি। জাজিরা ভায়াডাক্ট ১৯৩টি Bored পাইলের মধ্যে বেইস গ্রাউটিং সম্পন্ন হয়েছে ১৩৩টি, কমপ্লিটেড পাইল হয়েছে ১৪০টি এবং কমপ্লিটেড পিয়ার কলাম ২টি।

জাজিরা প্রান্তের ৩৭ তম পিয়ারের কলামের কাজ চলমান

তাছাড়া ৪১টি Steel Truss Span এর মধ্যে ০৯টি স্প্যান এর Steel Member সেতু সাইটে পৌঁছেছে। এর মধ্যে ৬টি সেতু সাইটে স্প্যান ফেব্রিকেশন হয়েছে, বাকী ৩টি ফেব্রিকেশন কাজ চলমান আছে। চীনের ওয়ার্কশপে স্টীল প্লেট থেকে স্টীল মেম্বার তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে ১২টি এবং আরো ৭টির কাজ চলমান আছে। মূল সেতুর ভৌত/বাস্তব অগ্রগতি ৪০.০০%।

পদ্মা সেতু প্রকল্পে ৩টি সার্ভিস এরিয়া এবং জাজিরা ও মাওয়া সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি গত ৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের জাজিরা সংযোগ সড়কের শিবচর-কাঁঠালবাড়ী অংশের শুভ উদ্বোধন করেন।

জাজিরা সংযোগ সড়কের শিবচর কাঁঠালবাড়ী অংশের শুভ উদ্বোধন করছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি

আঁকাবাঁকা খরস্রোতা উন্মত্ত পদ্মা নদীকে শাসনে রাখা কঠিন এক চ্যালেঞ্জ। প্রকল্পের নদীশাসন কাজের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে Sinohydro Corporation Limited, China. এই কাজের ভৌত/বাস্তব অগ্রগতি ৩৩.০০%। নদীশাসন কাজের বিভিন্ন সাইজের রক, স্টোনচিপস, সিলেট বালি, সিমেন্ট ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী সাইটে Mobilization প্রক্রিয়াধীন আছে। মোট ১,৩৩,০১,২৪৮ কংক্রিট ব্লকের মধ্যে ৩৩,০০,০০০ কংক্রিট ব্লক কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। মোট ২,১২,৭৫,০০০ জিও ব্যাগের মধ্যে ২৬,৪৯,৮৭৯ টি জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে। মাওয়া প্রান্তে ১.৮ কিঃমিঃ নদীশাসন কাজের মধ্যে -৫০০ মিঃ থেকে +৯০০মিঃ পর্যন্ত ১.৪ কিঃমিঃ lunching apron এ ৫ লেয়ার এর ৮০০kg জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে এবং ট্রায়াল

সেকশনের - ৫০০মিঃ থেকে +১৪০মিঃ পর্যন্ত ৬৮০মিঃ এ ১২৫kg জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া embankment zone এ ৮টি pond এর ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জাজিরা প্রান্তে ট্রায়াল সেকশনের -৯৮০ মিঃ থেকে -৪০০মিঃ পর্যন্ত ৫৮০মিঃ এ ৩ লেয়ার এর ১২৫kg জিও ব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে যার উপর ইতোমধ্যে ৪০,৪৮৭ ঘনমিটার রক ডাম্পিং এবং ৮১,৫৭৫ টি cc ব্লক ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া -৯৮০মিঃ থেকে ১+৫০০মিঃ পর্যন্ত embankment এর কাজ চলমান আছে। Embankment এর river side slope এ ২০০ মিঃ এবং back slope এ ৩০০মিঃ এর উপর geo-textile laying করে তার উপর cc ব্লক placement এর কাজ চলমান আছে। জাজিরা প্রান্তে chainage ৫+৩০০মিঃ থেকে ৬+৫০০মিঃ পর্যন্ত ১.২কিঃমিঃ এবং Chainage ০+৭০০মিঃ থেকে ০+৯০০মিঃ পর্যন্ত স্থানে bulk dredging ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য সরকার পদ্মা নদীর উভয় পাড়ের তিন জেলা-মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুরের ১৪৭২.৬৬ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করেছে ।

পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে তিন জেলার ভূমি অধিগ্রহণের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসন। পুনর্বাসন খাতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৬১৪.২৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। পুনর্বাসন সাইটগুলোতে একই সময়ে সুপারিশকৃত ২৩৯৫টি প্লটের মধ্যে ২১৫৩টি প্লট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে এদের মধ্যে ৬২১টি ভূমিহীন পরিবারকে বিনামূল্যে প্লট প্রদান করা হয়েছে। নদীর দুপাশে মডেল টাউনের আদলে নির্মিত হয়েছে ৭টি পুনর্বাসন সাইট। ৪টি পুনর্বাসন সাইটে স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও ৫টি সাইটে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি গত ১৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্বাসন সাইটসমূহের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এম.পি পুনর্বাসন সাইটসমূহের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করছেন

বিদ্যালয়গুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের মোট ৮০৫ জন ছেলে-মেয়ে প্রাক প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে যথাযথ সেবা প্রদানের জন্য এমবিবিএস ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট এবং বিদ্যালয়গুলোতে সুষ্ঠভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকসহ উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। নিশ্চিত করা হয়েছে শিক্ষার আবশ্যকীয় উপকরণ এবং বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও ঔষধ সরবরাহসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

পুনর্বাসন সাইটে স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করছেন সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১২ সাল থেকে বনায়ন কাজ শুরু হয় এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ৮৭,৪৫৭টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। সৃজিত বনায়নের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ জুন ২০১৭ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। সংযোগ সড়কে বনায়নের প্রস্তুতি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মাওয়া প্রান্তে ৩৪ হেক্টর ভূমিতে ২৫,৫৯১টি চারা রোপণের মাধ্যমে বাগান সৃজনের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ঘ' শ্রেণী : প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৬ লাভ করে। গত ৪ জুন ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম 'প্রথম পুরস্কার' হিসাবে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করেন।

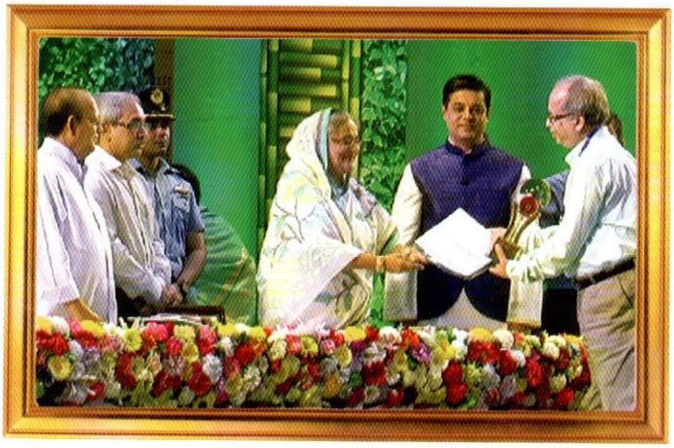

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে বৃক্ষরোপণের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার গ্রহণ করছেন পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম

সেতু নির্মাণের পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগও নিয়েছে সরকার। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে পদ্মা নদী সন্নিহিত এলাকার জীববৈচিত্র্যের জরীপ কাজ পরিচালনা করেছেন। পদ্মা নদীর জলজ এবং তীরবর্তী এলাকার প্রাণিকূলের নমুনা সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কাজটি বাস্তবায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। জাদুঘরে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য দেশীয় জীববৈচিত্র্যের নমুনা ও তার জীবন ইতিহাস সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হবে। এটি জনসাধারণের মাঝে পদ্মা নদী সংলগ্ন এলাকার জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতাও সৃষ্টি করবে। এই জাদুঘরে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১১৩৫টি নমুনা সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।

কর্ণফুলী টানেল

যোগাযোগ ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন

চট্টগ্রাম শহরে নিরবচ্ছিন্ন ও যুগোপযোগী সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বিদ্যমান সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এর মধ্যে নতুন একটি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। টানেল নির্মাণের জন্য ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে চীনের নির্মাণ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) এর সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গত ১৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও গণচীনের মহামান্য প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও গণচীনের মহামান্য প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করছেন

৩৩১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের Duel Two Lane এই টানেল Shield Driven পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হবে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল প্রকল্পের পশ্চিম প্রান্তে বন্দর থানাধীন দক্ষিণ পতেঙ্গা মৌজার মোট ৫৪.১৪৫৮ একর ভূমি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছে জুন ২০১৭ পর্যন্ত হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পের পূর্বপ্রান্তে সার্ভিস এরিয়ার জন্য আনোয়ারা থানাধীন ৮৫.৮৯ একর জমি ২৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে সেতু কর্তৃপক্ষের অনুকূলে স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে, যা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর করা হয়েছে। কর্ণফুলী টানেল প্রকল্পের টানেল নির্মাণ কাজের জন্য পূর্বপ্রান্তের আনোয়ারা থানাধীন ৯৩.০২৮ একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব গত ১০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং ১৬ মে ২০১৭ তারিখে ১৪৩.৪৯ কোটি টাকা জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের পুনর্বাসনের জন্য ১৯.৭৬ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্প সাইটে পানি সংযোগ প্রদানের জন্য আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক ৪টি গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে শুরু হয়। প্রকল্পের উভয় প্রান্তে ১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এর স্থায়ী সংযোগ প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ হতে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে, যার মূল্য deferred Payment হিসেবে ডিপিপি সংশোধনের পর পিডিবিকে পরিশোধ করা হবে। প্রকল্প সাইটে ২টি ১১ কেভি বিদ্যুৎ লাইন এবং ৩৩ কেভি লাইন স্থানান্তর কাজ চলছে।

পতেঙ্গা প্রান্তে ডাউভারশন রোড নির্মাণ কাজ চলছে

কর্ণফুলী নদীর পশ্চিম প্রান্তে (পতেঙ্গা অংশ) ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাইট ক্যাম্প, আবাসন ও Batching Plant সহ অন্যান্য ফ্যাসিলিটি নির্মাণ কাজ মার্চ ২০১৭ মাসে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের পশ্চিম প্রান্তে ওয়ার্কিং শ্যাফট নির্মাণের জন্য ডাইভারশন রোড নির্মাণ কাজ চলমান এবং শেষ পর্যায়ে রয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিম প্রান্তের ওয়ার্কিং শ্যাফট নির্মাণের কাজ জুলাই ২০১৭ মাসে শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কর্ণফুলী বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি

গত ১৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন।

যানজট নিরসনে ব্যাপক উদ্যোগ

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরও প্রায় ৪৭ কি.মি. নতুন সড়ক যোগ হবে। এ শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকা যেমন: বিমানবন্দর, কুড়িল, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার, কমলাপুর, মানিকমিয়া এভিনিউ, পলাশী, সোনারগাঁও মোড়, অতীশ দীপংকর সড়ক, মতিঝিল ইত্যাদি স্থানের জনগণ এ এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে ওঠা-নামা করতে পারবে। যানজটের কারণে বর্তমানে বহু গাড়ির যে জ্বালানী ও মানুষের কর্মঘন্টা নষ্ট হয় তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এটি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে বিশাল ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

প্রকল্পটি ৩টি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীকে প্রথম ধাপের জমি হস্তান্তরের ১২ মাস পর ২য় ধাপ এবং ২৪ মাস পর ৩য় ধাপের জমি হস্তান্তর করা হবে। ১ম ধাপের জমি বিনিয়োগকারী বরাবর হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে। ২য় ধাপের জমি নভেম্বর ২০১৭ মাসে হস্তান্তর করা হবে।

প্রথম ধাপের ব্যক্তি মালিকানাধীন ৭.৬৬৯০ একরসহ মোট ৬৯ একর জমি এবং ২য় ও ৩য় ধাপের ব্যক্তি মালিকানাধীন কম বেশী ২০ একরসহ মোট ১৪৬ একর জমি প্রয়োজন। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সরকারী সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয় জমি ব্যবহারে অনাপত্তি পাওয়া গেছে। জেলা প্রশাসন অফিস ও ক্ষতিগ্রস্তদের ভূমি অধিগ্রহণের বিপরীতে চেক প্রদান অব্যাহত আছে।

পুনর্বাসন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে চেক বিতরণ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এলাইনমেন্টের মধ্যে অবস্থিত অবকাঠামো ও ইউটিলিটি অপসারণ/প্রতিস্থাপন কাজ করা হচ্ছে। ১ম ধাপের স্থানান্তর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২য় এবং ৩য় ধাপের ইউটিলিটি ও অবকাঠামো অপসারণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

Investment Promotion Financing Facility (IPFF) এর আলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের বর্তমান বাজারদরে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম ধাপের ক্ষতিগ্রস্তদের প্রায় ১৭৬ কোটি ২য় ধাপের প্রায় ১১৭ কোটি ৩য় ধাপে প্রায় ১৭ কোটি এনজিও'র মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ২৩৩৯ জনকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩১০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

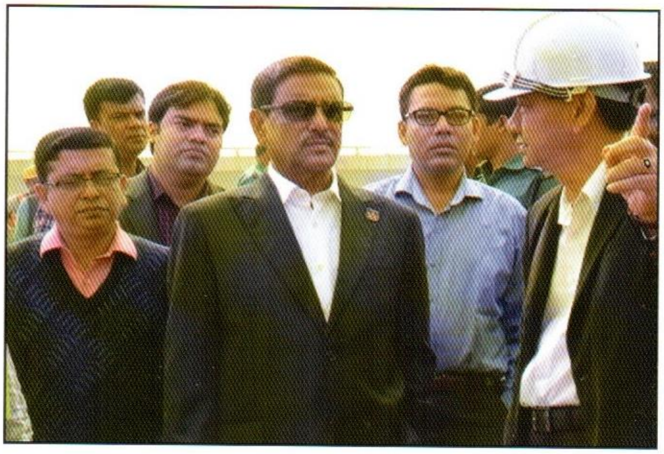

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এলাকা পরিদর্শন করছেন

অধিকন্তু, উত্তরা ৩ ফেইজ সংলগ্ন বড়কাঁকর, দ্বীগুন ও বাউনিয়া মৌজায় ৪০ একর জায়গা বালু ভরাটের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান আছে। পুনর্বাসন এলাকায় ভিলেজ নির্মাণের লক্ষ্যে বহুতল বিশিষ্ট ভবন, মসজিদ, কমিউনিটি সেন্টার, স্কুল, খেলার মাঠ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নির্বাচন কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

প্রকল্পের ভৌত কাজ চলমান আছে। আগস্ট ২০১৫ থেকে নির্মাণ সমীক্ষা কাজ শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬৬২টি পাইল ও ৫১টি পাইল ক্যাপ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ৪টি কলাম সম্পূর্ণ ও ২৫টি কলাম আংশিক সম্পন্ন হয়েছে।

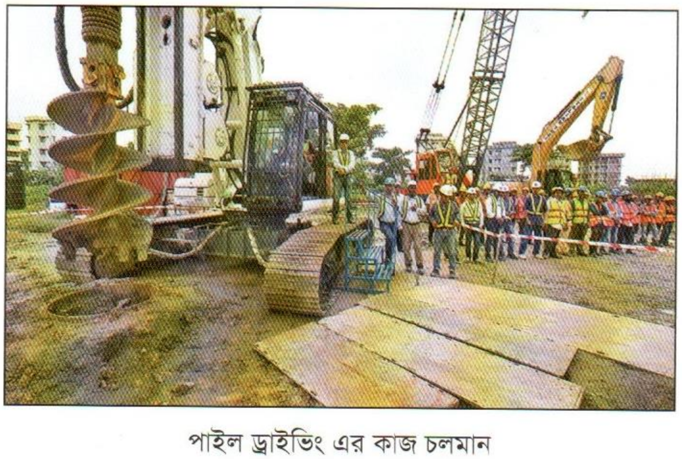

পাইল ড্রাইভিং এর কাজ চলমান

প্রকল্পের এলাকায় বর্তমানে পাইল ড্রাইভিং কলাম ও ক্রস বিম ইত্যাদির কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্প

ঢাকার যানজট সমস্যা নিরসনে গাজীপুর হতে শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প গাজীপুর-এয়ারপোর্ট সংক্ষেপে বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড অংশ নির্মিত হবে। ইতোমধ্যে বিস্তারিত ডিজাইন, দরপত্র এবং টেকনিক্যাল বিড মূল্যায়ন হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৭ সালের মধ্যে ঠিকাদারের সাথে চুক্তির পর প্রকল্পের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হবে।

প্রস্তাবিত বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট

মূল প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় হবে মোট ২০৩৯.৮৪ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অংশ উত্তরা হাউজ বিল্ডিং থেকে চেরাগআলী মার্কেট পর্যন্ত। সড়ক ও এলিভেটেড অংশের জন্য ব্যয় হবে ৯৩৫ কোটি টাকা।

বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লেন নির্মিত হলে এটি ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

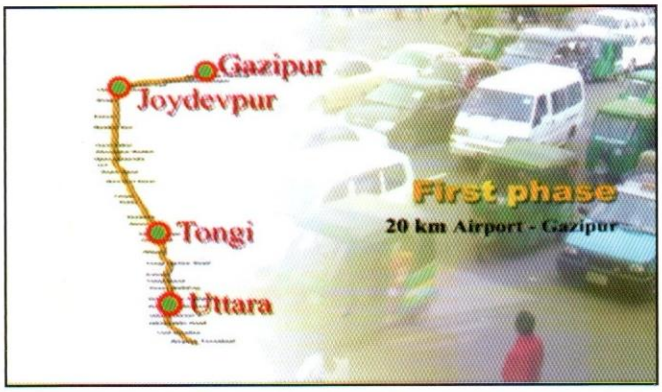

বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) এর এলাইনমেন্ট

বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পটি ২০২০ সালের মে মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সাবওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে সাবওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য প্রাথমিকভাবে চারটি রুট এলাইনমেন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে।

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মাধ্যমে এলাইনমেন্ট চূড়ান্ত করে বিস্তারিত ডিজাইনের ভিত্তিতে এর বাস্তবায়ন কাজ যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

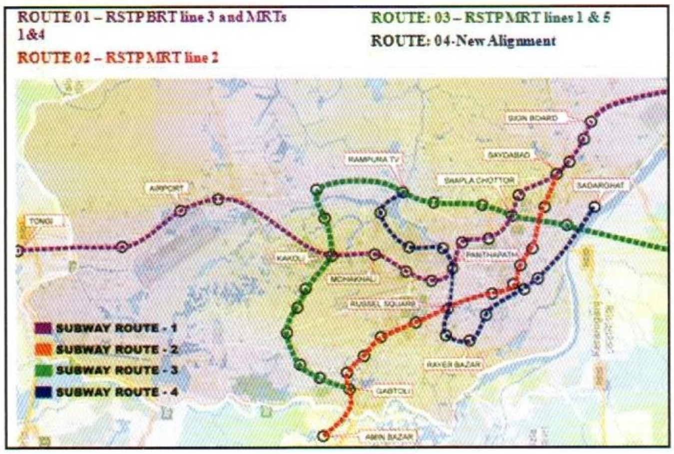

সাবওয়ের সম্ভাব্য এলাইনমেন্টসমূহ

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ভিত্তিতে সাবওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এটি নির্মিত হলে জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ মাটির নীচ দিয়ে চলাচল করতে পারবে। ভূমির উপরিভাগে জনসাধারণের চলাচল হ্রাস পাওয়ায় পরিবেশ আরও উন্নত হবে।

সাবওয়ে

এই সাবওয়ে ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ইপিজেড পর্যন্ত ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণের জন্য চীনা প্রতিষ্ঠান China National Machinery Import and Export Corporation (CMC) এর সাথে ২২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক প্রস্তাব দাখিল করেছে।

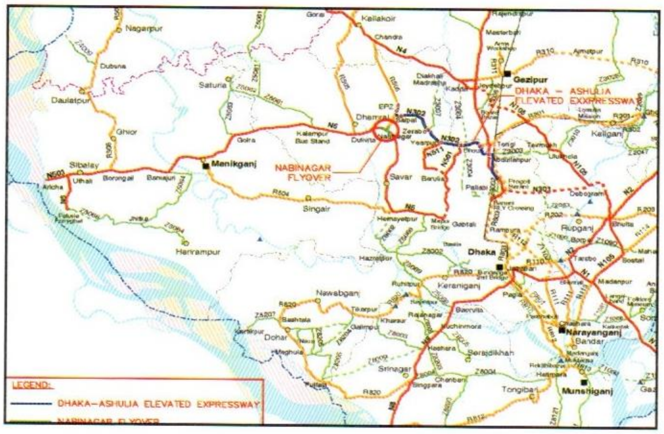

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এলাইনমেন্ট

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

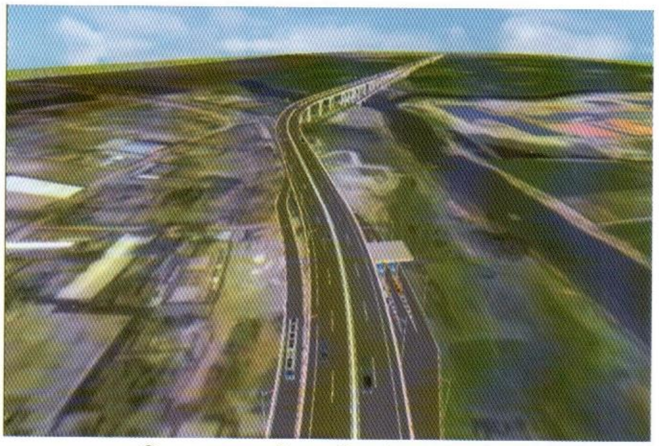

প্রস্তাবিত ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চলমান ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সংযুক্ত হবে।

এটি নির্মিত হলে ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আব্দুল্লাহপুর আশুলিয়া - বাইপাইল- চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। সর্বোপরি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

অন্যান্য বৃহৎ সেতু নির্মাণ প্রকল্প

দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সেতু বিভাগের অধীনে আরও নতুন নতুন সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

এরই অংশ হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার "রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদি-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর", "লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর", "কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর" সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ৩টি সেতু নির্মাণে ১৯৪৪.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থ সহায়তা চাওয়া হয়েছে। অর্থায়ন নিশ্চিত সাপেক্ষে যথাসময়ে এ সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

তাছাড়া ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর-নবীনগর-সড়কে মেঘনা নদীর উপর, পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর এবং বরিশাল ও ভোলার মধ্যবর্তী তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর অর্থাৎ মোট ৪টি সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ন্যূনতম ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে বিভিন্ন বিষয় যেমন-সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪, NIS, পিপিআর ২০০৮, দুর্নীতি হ্রাসে দুদকের ভূমিকা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, ই-ফাইলিং কার্যক্রম ইত্যাদির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ

২৬ জানুয়ারি ২০১৭ হতে ২৯ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৬টি ব্যাচে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৪৫৪ জনেরও বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

ডিজিটাল কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন এবং জনগণের সেবা দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সময়োপযোগী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে Grievance Redress System (GRS) চালুকরণ, e-GP এর মাধ্যমে টেন্ডার প্রদান, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডিজিটাল হাজিরা (Electronic Access Control System), Vehicle Tracking System (VTS) ইত্যাদি চালু করা হয়েছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ডিজিটাল হাজিরা

অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Grievance Redress System/GRS)

সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিষয়ে সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণের বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Grievance Redress System (GRS) চালু আছে। জনসাধারণ অনলাইনে খুব সহজেই এর মাধ্যমে তাদের অভিযোগ/মতামত/ পরামর্শ জানাতে পারছে।

ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (e-GP)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ক্রয়কারী সংস্থা (পিএ) এবং ক্রয়কারী কর্তৃক ক্রয় কার্য সম্পাদনের জন্য এটি একটি যুগান্তকারী প্লাটফর্ম। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে গত ২৪ জুন ২০১৪ তারিখ হতে ইজিপির মাধ্যমে টেন্ডারসমূহ সম্পাদন করে আসছে।

ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম (VTS)

সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ব্যবহৃত সকল ধরণের যানবাহনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও চুরি প্রতিরোধ ভেইক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম (ভিটিএস) গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ হতে চলমান আছে।

ডিজিটাল আর্কাইভ (Digital Archive)

ডিজিটাল আর্কাইভের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণের জন্য বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ কৌশল এবং বিভিন্ন ডকুমেন্টের সংকলনের ভিত্তিতে একটি ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন করা হয়েছে।

যোগদান

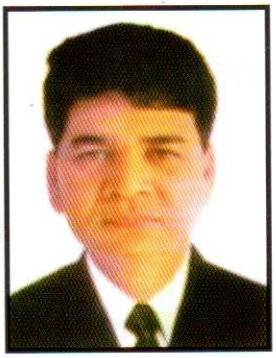

জনাব এস. এম. আলম

বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৩তম ব্যাচের কর্মকর্তা জনাব এস. এম. আলম গত ২৫ মে ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) পদে যোগদান করেন। ইত:পূর্বে তিনি কিশোরগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় জেলা প্রশাসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পদোন্নতি

সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২২তম ব্যাচের কর্মকর্তা জনাব মাহমুদ ইবনে কাসেম এবং মীর নাহিদ আহসান গত ২৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে উপসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

নিউজ লেটার প্রকাশনা কমিটি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

পরামর্শক : পরিচালক (প্রশাসন), পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) পরিচালক (পিঅ্যান্ডডি) ও প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

এডিটরিয়াল কমিটি :

আহবায়ক-উপ প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

সদস্য - উপপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

সদস্য - নির্বাহী পরিচালকের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

সদস্য - উপপরিচালক (এস্টেট), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

সদস্য - উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

সদস্য সচিব - জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু বিভাগ,
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী,
ঢাকা-১২১২।

ফোন : ৫৫০৪০৩৩৩, ফ্যাক্স : ৫৫০৪০৪৪৪

ওয়েব সাইট : www.bridgesdivision.gov.bd; www.bba.gov.bd

ফেইসবুক : facebook.com/bridgeauthority